রাজ্যে | রাজ্যে

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্তের দাবিতে রাজ্যপালের কাছে ডিএমকে নেতারা

চেন্নাই, ১২ এপ্রিল : তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ই পালানিস্বামী ও আরও কয়েকজন মন্ত্রীকে বরখাস্তের দাবিতে রাজ্যপাল সি বিদ্যাসাগর রাওয়ের সঙ্গে দেখা করল ডিএমকে-র একটি প্রতিনিধি দল। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সি বিজয়ভাস্কর সহ বেশকিছু মন্ত্রীকে আয়কর অফিসাররা কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে জেরার করার পরই ডিএমকে নেতারা মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্তের অভিযোগ তুললেন।

রাজভবন সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যপালের কাছে ডিএমকে যে প্রস্তাব জমা দিয়েছে, তাতে মুখ্যমন্ত্রী এবং আরও একাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীকে অবিলম্বে বরখাস্ত করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। ডিএমকে-র প্রতিনিধি দলে ছিলেন আর এস ভারথি, টি কে এস এলানগোভান এবং তিরুচি এন শিবা।

প্রস্তাবে তামিলনাড়ুর আরও কিছু সমস্যার ওপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, আয়কর দফতরের অফিসাররা চলতি সপ্তাহের গোড়াতেই বিজয় ভাস্কর এবং রাজনীতিক-অভিনেতা সারথ কুমারকে কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে জেরা করেন। চেন্নাইতে বিজয় ভাস্কর ও সারথ কুমারের বিলাসবহুল ভবনে গত ৭ এপ্রিল আয়কর দফতরের পক্ষ থেকে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। বিজয় ভাস্কর ও সারথ কুমারের বাড়ি থেকে বিশেষ কিছু পাওয়া না গেলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রীর এক ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে ৮৯ কোটি টাকা উদ্ধার হয়।

আয়কর দফতর ও পুলিশের অনুমান, সম্ভবত আর কে নগর বিধানসভার উপনির্বাচনে ভোটদাতাদের মধ্যে বিতরণ করতেই এই টাকা রাখা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, আর কে নগরে গত ১২ এপ্রিল উপনির্বাচন ছিল। কিন্তু এআইএডিএমকে তাদের মানি পাওয়ার বিপুলভাবে ব্যবহার করায় এই নির্বাচন বাতিল করেন নির্বাচন কমিশন।

দুর্নীতিগ্রস্ত এআইএডিএমকে নেতাদের মুখ্যমন্ত্রী মদত দিচ্ছেন, এই অভিযোগ তুলে পালানিস্বামীকে বরখাস্ত করার দাবি করেছেন ডিএমকে নেতারা। রাজভবন সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যপাল শ্রী বিদ্যাসাগর রাও তাদের কথা শুনেছেন। তবে এ নিয়ে কোনও আশ্বাস দেননি তিনি।

গুরুগ্রাম জাতীয় সড়কে পাব, বার ও হোটেলের দূরত্ব মাপার কাজ শুরু

গুরুগ্রাম, ১২ এপ্রিল : গুরুগ্রাম প্রশাসন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে মোটরচালিত রাস্তা থেকে পাব, বার ও হোটেলগুলির দূরত্ব ৫০০ মিটারের বেশি কিনা, মাপার কাজ শুরু করল। ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং রাজ্যের বিভিন্ন সড়কে এই কাজ শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনা কমাতে শীর্ষ আদালত ১ এপ্রিল থেকে জাতীয় সড়কের ৫০০ মিটারের মধ্যে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে।

গুরুগ্রামের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হরদীপ সিং সহকারী আয়কর কমিশনার অরুণা সিংকে নিয়ে একটি দল গড়ে দিয়েছেন এই কাজের তদারকির জন্য। মঙ্গলবারই অরুণা সিং তাঁর দলবল নিয়ে কাজে নামেন।

৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই রয়েছে বিখ্যাত সব হোটেলগুলো। প্রথম কাজ শুরু হয় সেই হোটেলগুলির দূরত্ব নিয়েই। ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ১০টি পাঁচতারা হোটেল ও বার রয়েছে। আয়কর দফতরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, অ্যামবিয়েন্স মলে অবস্থিত লীলা কাম্পিনস্কি হোটেল রয়েছে। এই হোটেলটি ছাড়াও ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই রয়েছে ওবেরয় এবং ট্রাইডেন্ট। এছাড়া ইফকো চকে রয়েছে ওয়েস্টিন, সিগনেচার টাওয়ার চকে রয়েছে ক্রাউন প্লাজা। এছাড়া সাইবার হাব এবং সেক্টর ২৯-এ বেশকিছু পাব ও বার রয়েছে।

টিম লিডার অরুণা সিং দাবি করেছেন, জাতীয় সড়ক থেকে এইসব হোটেলে ঢোকার মোটরে দূরত্ব কতটা, তা মেপে দেখা হচ্ছে। মাপামাপির পর পুরো রিপোর্ট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হরদীপ সিংয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে তিনিই রাজ্য সরকারকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলবেন।

সরকারের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার সুবিধা যথেষ্ট নয়, দাবি বিজ্ঞানীদের

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : সরকারের জননী সুরক্ষার সুযোগসুবিধা যথেষ্ট নয় বলে দেশে ৫০ শতাংশেরও কম মহিলা জননী সুরক্ষা যোজনার সুবিধা নিতে আগ্রহী। হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো ভাল না হওয়া সত্ত্বেও তারা জননী সুরক্ষা যোজনায় আগ্রহ বোধ করছেন না বলে দাবি করেছে একটি আন্তর্জাতিক গবেষক দল। এই গবেষক দলটির দাবি, জননী সুরক্ষা যোজনা স্কিমে মায়েদের যে সুবিধা দেওয়া হয়, তা একটি শিশুর জন্মকালীন খরচের থেকে অনেক কম। আর্থিক সুযোগসুবিধার পরিবর্তে মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার সুবিধা একেবারে তৃণমূল স্তরে নামিয়ে আনা উচিত। এই স্তরে আশা নামে স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করেন। গবেষকদের দাবি, ন্যাশনাল রুরাল হেল্‌থ মিশনের অধীনে জননী সুরক্ষা যোজনা চালু ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করতে হলে গরিব গর্ভবতী মহিলাদের এ সম্পর্কে উৎসাহিত করতে হবে বলে দাবি করেছেন তারা। উদাহরণ হিসেবে গবেষক দলটি উত্তর প্রদেশের কথা বলেছেন। উত্তর প্রদেশ দেশের বৃহত্তম রাজ্য। সেখানে ২০১১-১২ সালে মাত্র ৬০ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা শিশুর জন্মের আগে এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মেনে চলেন।

কেন্দ্রকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার প্রস্তাব যশোবন্তের

নয়াদিল্লি/শ্রীনগর, ১২ এপ্রিল : উপত্যকার বিপর্যয় কাটিয়ে একটি নির্দিষ্ট সমাধান সূত্র খুঁজে বার করতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার প্রস্তাব দিলেন বিজেপির প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আদবানির সঙ্গে সঙ্গে কার্যত তাঁকেও রাজনৈতিক নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। আদবানি ও যশোবন্ত সিনহার নাম এখন অবশ্য মাঝেমাঝে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে শোনা যাচ্ছে। যদিও মোদী বা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা কেউই এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

বাজপেয়ী জমানার দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই মন্ত্রী সেই নির্বাসন থেকেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের কাছে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে। তাঁর আরও দাবি, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কথা বললেই তিনি দেশবিরোধী হয়ে যাবেন, এই ধারণাও এবার ভাঙা দরকার। এই প্রসঙ্গেই তিনি বাজপেয়ী ও আদবানির নাম করেছেন।

যশোবন্তের মতে, অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রথম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কথা বলার কাজ শুরু করেছিলেন। আদবানিও এই কাজে শামিল হন। সেজন্য তাদের মতো ব্র্যান্ডেড রাজনীতিকদেরও দেশবিরোধীর তকমা লাগানো হবে কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন যশোবন্ত। কার্যত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের একহাত নিয়ে বিজেপির এই প্রবীণ নেতা বলেছেন, এখন প্রবণতা দেখা দিয়েছে, কেন্দ্রের সঙ্গে কেউ একমত না হলে তাকে আক্রমণ করা, দেশবিরোধীর তকমা লাগিয়ে দেওয়া। কিন্তু এভাবে শান্তি আসা প্রায় অসম্ভব। একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই ভূস্বর্গে শান্তি ফিরতে পারে। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনের আগে বিজেপি এবং পিডিপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, জয়লাভ করলে তারা উপত্যকার সব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে আলোচনায় বসবে। কিন্তু বাস্তবে সেই কাজ এখনও শুরু হয়নি। কাশ্মীরে উপনির্বাচনে ব্যাপক অশান্তি হয়েছে। ফলে ভোটের হারও ছিল খুব কম। এই বিষয়টি উল্লেখ করে যশোবন্ত বলেছেন, উপনির্বাচন থেকে যেসব ভোটদাতা সরে ছিলেন, এবার তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কেন তারা ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন, জানতে হবে সেকথাও। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পরামর্শে তারা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গেলেন না, নাকি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে চাননি তারও অনুসন্ধান করতে হবে। উপত্যকায় শান্তি ফিরলে তবেই ভবিষ্যতে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সম্ভব হবে। তবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পরামর্শেই তিনদিন বন্ধ থাকার পর উপত্যকার জনজীবন আবার স্বাভাবিক হয়েছে।

উপত্যকার উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফের হিংসা দেখা দেয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে সেনাদের সংঘর্ষে ৮ জনের মৃত্যু হয়। ভোটকেন্দ্রে এসেছিলেন খুব কম মানুষ। ভোট পড়ে মাত্র ৭ শতাংশেরও কম।

গত ২৭ বছরে এত কম ভোট কখনও কোনও নির্বাচনে পড়েনি। বাদগামে হিংসার ফলেই ভোটদাতারা ভোটকেন্দ্রমুখী হননি বলে দাবি বিজেপি ও পিডিপি-র। কাশ্মীর উপত্যকায় উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতেই নির্বাচন কমিশন সোমবার অনন্তনাগ জেলার উপনির্বাচন ২৫ মে পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছে।

গোয়ায় গো-হত্যা বন্ধ করতে চায় গোমন্তক পার্টি

পানাজি, ১২ এপ্রিল : মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি ক্ষমতায় আসার পরই রাজ্যে পুরোপুরি গো-হত্যা বন্ধের উদ্যোগ নিল। প্রসঙ্গত, বিজেপি পরিচালিত জোট সরকারে এই দলের বিধায়করাও রয়েছেন। এমজিপি নেতা ও রাজ্যের মন্ত্রী সুদিন দাভালিকর এদিন বলেছেন, তারা গোয়ায় গো-হত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে চান। এই রাজ্যে গো-হত্যা একেবারেই চলবে না। গোয়া মিট কমপ্লেক্স লিমিটেড পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার দাবিও করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, এই কমপ্লেক্সে প্রতিদিন শত শত গরুকে হত্যা করা হয়। কিন্তু গো-হত্যা বন্ধ হলে গোয়ায় বিদেশি পর্যটকরা আসা কমিয়ে দেবেন কি না, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি দাভালিকর। যদিও সুপ্রিম কোর্ট গোয়ায় রাত ১০টার পর উচ্চৈস্বরে মাইক বাজিয়ে অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। গোয়ায় নিষিদ্ধ হচ্ছে মদও। এমনিতেই রাজ্যে পর্যটকের সংখ্যা কমছে। এর উপর একের পর এক নিয়ম লাগু হলে পর্যটকরা যে একেবারেই আসবেন না একথা কিন্তু কেউ বুঝছেন না।

রাজ্যসভায় ওবিসি বিল এড়িয়ে গেল বিরোধীরা, নিন্দা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : ওবিসি কমিশনকে সাংবিধানিক কবজ দিতে বিল এনেছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। কিন্তু বিরোধীরা সুকৌশলে বিল পাশের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ায় তাদের তীব্র নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে যখন এই বিলটি আনা হয়েছে, তখন বিরোধীরা কেন তা এগিয়ে গেলেন তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, মোদী বিজেপির অনগ্রসর শ্রেণির সাংসদের সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, লোকসভায় বিলটি পাস হয়ে যাওয়ার পরও বিরোধীরা রাজ্যসভায় বিলটি নিয়ে আলোচনা করলনা।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই বিল অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জন্য আইনানুসারে তাদের বিচার পাওয়ার ক্ষমতা দেবে। সাহায্য করবে সামাজিক ক্ষমতায়নের। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা হল যে, রাজ্যসভায় বিলটি পাস হল না। রাজ্যসভায় বিলটি পাস হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। প্রসঙ্গত, লোকসভায় ওবিসি বিলটি ইতিমধ্যেই পাস হয়েছে। রাজ্য সভায় পাস হলে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর কথা। কিন্তু বিরোধীরা বিলটি নিয়ে কোনও আলোচনাই না করাতে তা আপাতত সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো গেল না। সিলেক্ট কমিটির প্রধান ভূপেন্দর যাদব এদিন বিরোধীদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, রাজ্যসভার পরবর্তী অধিবেশনে প্রথম সপ্তাহে তাদের বিলটি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছিল সরকার। কিন্তু বিরোধীরা বিলটি আটকে দেওয়ায় সেই সুযোগ আর রইল না। এর ফলে অনগ্রসর শ্রেণির মানুষেরও যথেষ্ট অসুবিধা হবে। কারণ এই বিলে তাদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২৫ সদস্যবিশিষ্ট রাজ্যসভার সিলেক্ট কমিটিতে শরদ যাদব, রামগোপাল যাদব, সতীশ মিশ্র এবং প্রফুল প্যাটেলের মতো বিশিষ্ট নেতারা রয়েছেন। একবার বিলটি পাস হয়ে গেলে কোনও রাজ্যের পক্ষেই অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় কোনও বিশেষ জাতির নাম তোলা বা বাদ দেওয়া সম্ভব হবেনা।

লখনউতে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনে জনতা দর্শন কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হাজির হয়েছেন অসংখ্য মানুষ।

ইভিএমে কারচুপি নিয়ে কোরাসে গলা মেলানোয় দলের নিন্দা বীরাপ্পা মইলি'র

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : এক সময় গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কোনও নেতা মুখ খোলার সাহস দেখাতেন না। কারণ তাদের নীতির ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলেই তাঁকে শহিদ হতে হত। একের পর এক রাজ্যে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে, সর্বোপরি লোকসভায় সর্বকালের মধ্যে সবচেয়ে কম আসনে জয়লাভ করে সোনিয়া বা রাহুল গান্ধি বোধহয় সেই মর্যাদা হারিয়েছেন। তাই এখন অনেক নেতাই তাঁদের ভুল-ত্রুটি নিয়ে মুখ খুলতে পারেন। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা বীরাপ্পা মইলি যেমন ইলেকট্রনিক্স ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) কারচুপি নিয়ে কোরাসে গলা মেলানোয় দলের প্রবল সমালোচনা করেছেন। মইলির মতে, এ ধরনের নেতিবাচক মনোভাব 'পরাজিতের মনোভাব'-এরই শামিল।

উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র ১৯টি আসন পাওয়ার পর বসপা নেত্রী মায়াবতী ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন। এ নিয়ে সংসদেও সরব হয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, এনসিপি, বাম দলগুলি সহ মোট ১৩টি বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন এবং গত রবিবার একাধিক রাজ্যে উপনির্বাচনে ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ করেছেন। মইলিকে সাংবাদিকরা এ নিয়ে প্রশ্ন করতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতা। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, ''আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ কেউই আমার সঙ্গে আলোচনা করেনি।'' তবে এভাবে চললে দলের যে পরাজিতের মানসিকতা ফুটে উঠবে তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

মইলি আরও বলেছেন, ইভিএমের সঙ্গে প্রত্যেকেই পরিচিত। ইউপিএ জমানাতেও ইভিএমগুলি পরীক্ষা করে তবেই পোলিং বুথে পাঠানো হত। একমাত্র পরাজিতরাই ইভিএমকে দোষ দেয়, অন্যরা নয়। কংগ্রেসকে দেখেও মনে হচ্ছে, পরাজিত হয়েছে বলেই তারাও এতে সুর মিলিয়েছে। মইলির মতে, ইভিএমের প্রযুক্তিকে এখন দোষ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাও ঠিক নয়। জনপ্রিয়তার মোহ একটি রাজনৈতিক দলের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়। কাজেই কংগ্রেসের উচিত নয়, এই জনপ্রিয়তার পথে পা বাড়ানো।

আসারাম ধর্ষণ মামলা দ্রুত শেষ করতে ট্রায়াল কোর্টকে নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : স্বঘোষিত ধর্মগুরু আসারাম বাপুর ধর্ষণ মামলা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে ট্রায়াল কোর্টকে নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। প্রসঙ্গত, এই মামলাকে যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে শীর্ষ আদালত, এর আগেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে সুপ্রিম কোর্ট আসারাম ধর্ষণ মামলায় উত্তর প্রদেশ ও হরিয়ানা সরকারকে সাক্ষীদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। বিচারপতি অর্জন কুমার সিকরি ও বিচারপতি অশোক ভূষণের বেঞ্চ বুধবার এ নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী আদেশ দেয়। চার সাক্ষীর আইনজীবী গুনানি দ্রুত শেষ করার জন্য যে আবেদন করেছেন, তার ভিত্তিতেই এই অন্তর্বর্তী আদেশ দেয় শীর্ষ আদালত। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী উৎসব বায়ানস এদিন শীর্ষ আদালতের সামনে আসারাম গণধর্ষণ মামলার সাক্ষীদের পূর্ণ নিরাপত্তা ছাড়াও মামলাটি দ্রুত শেষ করার জন্য আবেদন করেন। প্রসঙ্গত, এই মামলাতেই আসারাম এর আগে সুপ্রিম কোর্টে জামিন চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। গত ৩০ জানুয়ারি শীর্ষ আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জগদীশ সিং খেহর আগের আবেদনটি বহাল রাখেন। দ্বিতীয় আবেদনে আসারামের তরফে স্বাস্থ্যের কারণে জামিন চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শীর্ষ আদালত তার আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পরই খারিজ করে দেন সেই জামিনের দাবি। প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালের ৩ আগস্ট যোধপুর পুলিশ আসারামকে যৌন অত্যাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করে। সেই থেকে তিনি জেলেই রয়েছেন।

গুজরাট সরকার এর আগে শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চকে জানিয়েছিল, আসারামের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ধর্ষণ মামলা তার নির্দিষ্ট গতিতেই এগোচ্ছে। ট্রায়াল কোর্ট আরও জানায়, বিচার শেষ হতে সময় লাগবে ৬ মাস। কাজেই এই মামলায় আসারামকে যেন জামিন না দেওয়া হয়। আসারামের সম্পর্কে কেন্দ্রের কাছেও জানতে চায় শীর্ষ আদালত। কারণ পাঁচটি রাজ্য শীর্ষ আদালতে আবেদন করে জানায়, আসারাম এই মামলার ১০ সাক্ষীকে নানারকম ঝাড়ফুঁক ও তুকতাকের সাহায্যে আক্রমণ করার চেষ্টা করছেন।

দেশজুড়ে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার দাবি আমুর ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতির

আলিগড়, ১২ এপ্রিল : বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি প্রায় প্রতিযোগিতা করে গো-হত্যা বন্ধের জন্য দাবি জানাতে শুরু করেছে। গোয়ার গোমন্তক পার্টি ইতিমধ্যেই ওই রাজ্যে গো-হত্যা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত সম্প্রতি দেশজুড়ে গো-হত্যা বন্ধের ডাক দেন। ভাগবতের এই আবেদনে উদ্বুদ্ধ হয়ে একের পর এক রাজ্যই গো-হত্যা বন্ধের জন্য আবেদন জানাতে শুরু করেছে।

কিন্তু আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি যেভাবে বুধবার দেশজুড়ে গো-হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন, তা রীতিমতো বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। প্রেসিডেন্ট ফয়জুল হাসান এদিন জেলাশাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভকারীদের সমাবেশে ভাষণ দেন। আমু'র স্টুডেন্ট ইউনিয়নই এই সমাবেশের আয়োজন করেছিল। সেখানে ফয়জল বলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাবাবেগের দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত দেশজুড়ে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে আজমেঢ়ের খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগার প্রধানও দেশজুড়ে গো-মাংস বিক্রি বন্ধ করার ডাক দেন। অবশ্য তাঁর এই আবেদনের পরই রীতিমতো আলোচনা শুরু হলেও দরগার অছি পরিষদ তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। ঠিক তার কয়েকদিনের মধ্যেই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি একই দাবি তুললেন। হাসান এদিন আমু ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত সমাবেশে বলেছেন, যে সমস্ত কসাইখানা থেকে গো-মাংস বা গরুর চামড়া বিদেশে রফতানি করা হয়, সেগুলিও সম্পূর্ণ বন্ধ করা হোক।

তিরুবনন্তপুরমে র ভিজিংজ্যাম মৎস্য বন্দরে বুধবার মৎস্যজীবীদের ঐতিহ্যবাহী সমুদ্র অভিযান শুরু হল।

ইভিএম ইস্যুতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা বীরাপ্পা মইলি ইভিএম ইস্যুতে কোরাসে গলা মেলানোয় দলীয় নেতৃত্বের উপর বেজায় চটেছেন। এমনকি তিনি এই কাজকে পরাজিতের মনোভাব বলেও মন্তব্য করেছেন। কিন্তু মইলির মন্তব্যকে কংগ্রেসের বাকি শীর্ষ নেতারা যে আদৌ গুরুত্ব দিচ্ছেন না, বুধবারের ঘটনাই তার প্রমাণ। এদিন ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন বিরোধী দলের নেতারা। এই দলে ছিলেন স্বয়ং সোনিয়া গান্ধি। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে ইভিএম ইস্যুতে তারা একগাদা অভিযোগ তুলে ধরে দেশের নির্বাচনের পরিস্থিতি ও সুরক্ষা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতির কাছে বিরোধীদের যে প্রতিনিধি দলটি এদিন গিয়েছিলেন সেই দলে সোনিয়া গান্ধি ছাড়াও ছিলেন কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধি, প্রবীণ নেতা গুলাম নবি আজাদ ও মল্লিকার্জুন খার্গে এবং সিপিআইএম-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। তারা সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ করে রাষ্ট্রপতির হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। পরে রাজ্যসভায় বিরোধী দলের নেতা আজাদ বলেন, স্মারকলিপিতে যাবতীয় অভিযোগ জানানো হয়েছে। এই অভিযোগের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হবে।